গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়
বাগেরহাট।
www.food.bagerhat.gov.bd

আদেশ।

বাগেরহাট জেলার কচুয়া উপজেলার নিম্নোক্ত চালকল মালিক কর্তৃক আমন সংগ্রহ,২০২৩-২৪ এর কার্যক্রমের আওতায় অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা, ২০১৭ এবং এ সংক্রান্ত জারিকৃত আদেশসমূহ অনুসরণপূর্বক এলএসডিতে (সরকারি খাদ্য গুদামে) চাল সরবরাহের নিমিত্ত নিম্নস্বাক্ষরকারীর সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়ায় নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে সংশিষ্ট উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের সুপারিশের ভিত্তিতে প্রত্যেকের নামের পার্শ্বে বর্ণিত পরিমাণ চালের বরাদ্দ প্রদান করা হলো।

মিলারদের জন্য শর্তাবলীঃ

১) সংশিষ্ট চালকল মালিককে নিজ মিলে আমন সংগ্রহ, ২০২৩-২৪ মৌসুমের ধান সিদ্ধ, শুকানো ও উত্তমভাবে ছাঁটাই করে বিনির্দেশ মানের ফলিত চাল নির্ধারিত এলএসডিতে (সরকারি খাদ্য গুদামে) সরবরাহ করতে হবে। কোনোক্রমেই এর ব্যত্যয় করা যাবে না।

২। খালি বস্তার একপিঠে এলএসডি ও জেলার নামসহ সংগ্রহ মৌসুম আমন ২০২৩-২৪ স্পষ্টভাবে লেখা স্টেনসিল দিয়ে মিলারকে বস্তা সরবরাহ করতে হবে। মিল থেকে সরাসরি গৃহীত চাল এবং ধান ছাঁটাইয়ের প্রাপ্ত ফলিত চাল, উভয় ক্ষেত্রে বস্তার অপর পিঠে নিচের দিকে মিলের নাম সম্বলিত স্টেনসিলের সুস্পষ্ট ছাপ (অক্ষর এবং সংখ্যার আকার কমপক্ষে ২ ইঞ্চি) প্রদান করবেন। স্টেনসিলের ছাপবিহীন খাদ্যশস্য ভর্তি কোনো বস্তা গ্রহণ করা হবে না।

৩) মিল থেকে গৃহীত চাল বোঝাই বস্তার মুখ মেশিনে সেলাই হতে হবে।

৪) বিনির্দেশ মোতাবেক প্রস্তুতকৃত চাল পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার প্রত্যয়ন ও নমুনাসহ নির্ধারিত এলএসডিতে (খাদ্য গুদামে) সরবরাহ করবেন।

৫) বরাদ্দপ্রাপ্ত মিলার সমুদয় চাল একবারে বা কিস্তিতে (০৫ (পাঁচ) মেঃ টনের নিম্নে নয়) সরবরাহ করতে পারবেন। কোনো ক্ষেত্রে বরাদ্দের পরিমাণ ০৫ (পাঁচ) মেঃ টনের কম হলে একবারেই সরবরাহ করবেন।

৬) সংগ্রহ মূল্য পরিশোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট পেয়িং ব্যাংকে চালকলের লাইসেন্স অনুযায়ী মিল/ মিলারের নামে হিসাব (একাউন্ট) খুলতে মিলারকে অনুরোধ করা হলো।

৭) মিলের প্রস্তুতকৃত চাল পরীক্ষা ও যাচাই করার সময় যাতে চাল প্রস্তুতের সকল প্রক্রিয়া সম্পর্কে পরিদর্শন কর্মকর্তা লিপিবদ্ধ করতে পারেন সে জন্য মিলারগণকে একটি পরিদর্শন বই মিলে সংরক্ষণ করতে হবে।

৮) যে সমস্ত চালকল মালিক চলতি আমন সংগ্রহ, ২০২৩-২৪ মৌসুমে চুক্তি সম্পাদন করবেন, তাদেরকে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে চাল সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে এবং সংগ্রহ কেন্দ্রে আনীত চাল একাধিকবার বিনির্দেশ বহির্ভূত হিসেবে প্রত্যাখ্যাত হলে চুক্তি ও বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে এবং জামানত বাজেয়াপ্তসহ আইনানুগ অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৯) চুক্তিপত্রের শর্ত ভঙ্গ বা উল্লিখিত নির্দেশের কোনো খেলাপ বা বিনির্দেশ মানের চাল সরবরাহ না করলে সংশিষ্ট মিলারদের বরাদ্দ আদেশ বাতিলসহ অন্যান্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সংশ্লিষ্ট উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, প্রত্যয়নপত্র প্রদানকারী কর্মকর্তা ও এলএসডি'র কর্মকর্তাদের জন্য নির্দেশাবলী:

১) সরবরাহকৃত চাল পরীক্ষান্তে বিনির্দেশভুক্ত পাওয়া গেলে ক্রয়কারী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট সকল রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ করতঃ ওজন, মান ও মজুদ সনদের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধের জন্য পেয়িং কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন করবেন। পরিমাণ ও মান নিশ্চিত হয়ে মূল্য পরিশোধকারী কর্মকর্তা পেমেন্ট-অর্ডার দেবেন।

২) প্রতি মেট্রিক টন চালের মূল্য ৪৪,০০০/০০ (চুয়াল্লিশ হাজার) টাকা দ্রুত পরিশোধ করবেন। খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং খাদ্য অধিদপ্তরের নির্দেশনা মোতাবেক চাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট মিলারের হিসাবের অনুকূলে ডব্লিউকিউএসসি এর মাধ্যমে মূল্য পরিশোধের বাধ্যবাধকতা থাকায় চালের মূল্য সংশ্লিষ্ট মিলারের অনুকূলে পরিশোধ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

৩) সংগ্রহ নীতিমালা, ২০১৭ অনুসরণ পূর্বক মিলওয়ারী পরিদর্শন কর্মকর্তা/ কর্মচারী নিযুক্ত করতে হবে ।

৪) চাল প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়া পরিদর্শনকারী (খাদ্য পরিদর্শক / উপ-খাদ্য পরিদর্শক) মিল পরিদর্শনের সময় "প্রস্তুতকৃত চাল যথাযথভাবে মিলে প্রস্তুত করা হয়েছে দৃশ্যতঃ বিনির্দেশ সম্মত প্রতীয়মান হয়'' মর্মে ০২ (দুই) প্যাকেট নমুনা গ্রহণ করতঃ ১ টি মিলে ও ১ টি পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা সংগ্রহপূর্বক প্রত্যয়নপত্র জারি করবেন। প্রত্যয়নপত্র ও নমুনা ছাড়া কোনো চাল এলএসডিতে (খাদ্য গুদামে) গ্রহণযোগ্য হবে না।

৫) প্রতিটি ক্রয়কেন্দ্রে সর্বসাধারণের দৃশ্যমান জায়গায় ২ মিটার দৈর্ঘ্য ও ১.৫ মিটার প্রস্থে হলুদ বোর্ডে লাল অক্ষরে প্লাস্টিক রং দিয়ে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা, ২০১৭ অনুযায়ী চালের বিনির্দেশ এবং সংগ্রহ মূল্য লেখা সাইনবোর্ড টাঙিয়ে রাখতে হবে।

৬) আনীত চাল দৃশ্যত: বিনির্দেশ বহির্ভূত হলে ক্রয়কেন্দ্রের কর্মকর্তা নমুনা সংরক্ষণ করে তা ফেরত দিবেন। কোনো মিলের চাল একাধিকবার বিনির্দেশ বহির্ভূত হিসেবে প্রত্যাখ্যাত হলে সম্পাদিত চুক্তি ও বরাদ্দ বাতিল হবে।

৭) বরাদ্দ অনুযায়ী সরবরাহ করা চালের মধ্যে পরবর্তীতে কোন বস্তায় বিনির্দেশ বহির্ভূত চাল পাওয়া গেলে কালো তালিকাভুক্ত করাসহ মিলারের বিরুদ্ধে অন্যান্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৮) ক্রয়কারী কর্মকর্তা চালের মান যাচাই করে বিনির্দেশের মধ্যে আছে নিশ্চিত হয়ে গ্রহণ করবেন এবং সকল রেকর্ড যথা-এলইউএ (লোডিং-আনলোডিং এ্যাডভাইস), খামাল কার্ড, গুদাম লেজার ইত্যাদিতে লিপিবদ্ধ করার পর ক্রয়কারী কর্মকর্তা হিসেবে WQSC (<u>Weight Quality Stock Certificate</u>) ইস্যু করবেন এবং ২য় ও ৩য় কপি ফরওয়ার্ডিংসহ বাহকের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে প্রেরণ করবেন।

৯) ক্রয়কেন্দ্রের সংগৃহীত খাদ্যশস্যের বাস্তব মজুত যাচাই ও মান পরীক্ষা করে এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র দেখে পেয়িং অফিসার কেবল ১ম কপি WQSCতে লাল কালি দিয়ে লিখে মূল্য পরিশোধের আদেশ দিবেন। WQSC একাউন্ট পেয়ি হবে এবং নগদায়নের জন্য সর্বোচ্চ সময়সীমা ১০ কার্যদিবস উল্লেখ করতে হবে। মূল্য পরিশোধকারী কর্মকর্তা পরবর্তী দিবসে ব্যাংক স্ক্রলের সংঙ্গে WQSC যাচাই করবেন এবং সাপ্তাহিক ভিত্তিতে বিবরণী তৈরী করে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রেরণ করবেন।

১০) মূল্য পরিশোধকারী কর্মকর্তা মজুত যাচাই করে WQSC স্বাক্ষর করা ছাড়াও সাপ্তাহিক মজুত হিসাবের দিন (প্রতি বৃহস্পতিবার) WQSC এর সাথে সাপ্তাহিক সংগ্রহ ও মজুত যাচাই করে করে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন।

১১) সংগ্রহ নীতিমালা অনুসরণপূর্বক প্রত্যয়নপত্র প্রদান করতে হবে এবং এলএসডিতে (খাদ্য গুদামে) চাল গ্রহণ করতে হবে। ক্রয় কর্মকর্তা, মূল্য পরিশোধকারী কর্মকর্তা এবং মিল পরিদর্শনকারী কমকর্তা নীতিমালা অনুসরণ পূর্বক দায়িত্ব পালন করবেন। যে কোনো প্রকার ব্যত্যয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কর্মচারী ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন। কোনো সমস্যা চিহ্নিত হলে তাৎক্ষনিকভাবে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে জানাতে হবে, যেন কোনো অবস্থাতেই সংগ্রহ কার্যক্রম ব্যাহত না হয় সে দিকে সংশ্লিষ্ট সকলকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

(চলমান পাতা নং-২)

ক্রঃ নং	উপজেলার নাম	মিলারের নাম ও ঠিকানা	বরাদ্দের পরিমাণ (মেঃ টনে)			সরবরাহ কেন্দ্র	পেয়িং এজেন্ট	মেয়াদকাল	মন্তব্য
			বরাদ্দ অনুযায়ী বস্তার পরিমাণ	জামানতের বিপরীতে প্রেরণযোগ্য ৩০ কেজি বস্তার পরিমাণ	পরিমাণ				
১	কচুয়া	মে/ ভাই ভাই অটো রাইস মিল, প্রোঃ মো: মেহেদী হাসান বাবু, সাইনবোর্ড, কচুয়া, বাগেরহাট।	৭৪৭	৭৪৭	২২.৪১০	কচুয়া এলএসডি	ব্যবস্থাপক, সোনালী ব্যাংক লি:, কচুয়া শাখা, বাগেরহাট।	১৯/১২/২০২৩ খ্রি.	বস্তার জামানতের পরিমাণ অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে বস্তা সরবরাহের জন্য অনুরোধ করা হলো।
২	ঐ	মে/ প্রগতী মিনি অটো রাইস মিল, প্রোঃ মো: মেহেদী হাসান বাবু, খলিসাখালি, কচুয়া, বাগেরহাট।	৮৫৩	৮৩৬	২৫.৫৯০	ঐ	ঐ	ঐ	

স্বাঃ
(শাকিল আহমেদ)
জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (ভারপ্রাপ্ত)
বাগেরহাট।

স্মারক নং- ১৩.০১.০১০০.০০৮.৪৫.০০১.২১-১১৫৯(১২) তারিখ- ০৫/১২/২০২৩ খ্রি.

অনুলিপি সদয় অবগতি / অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরিত হলো:-

১। মহাপরিচালক (গ্রেড-১), খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
২। পরিচালক, সংগ্রহ/হিসাব ও অর্থ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩। জেলা প্রশাসক, বাগেরহাট।
৪। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, খুলনা বিভাগ, খুলনা।
৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার , কচুয়া, বাগেরহাট।
৬। উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, কচুয়া, বাগেরহাট।
৭। ব্যবসহাপক, সোনালী ব্যাংক লি: , কচুয়া শাখা, বাগেরহাট।
৮। কারিগরি খাদ্য পরিদর্শক, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, বাগেরহাট।
৯। খাদ্য পরিদর্শক/ উপ-খাদ্য পরিদর্শক, কচুয়া, বাগেরহাট।
১০। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কচুয়া এলএসডি, কচুয়া, বাগেরহাট।
১১। জনাব ....মেসার্স...................................রাইস মিল, উপজেলা: কচুয়া, জেলা- বাগেরহাট।
১২। সংশিষ্ট মিলারের নথি।

০৫.১২.২৩
জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (ভারপ্রাপ্ত)
বাগেরহাট।
০৫/১২/২৩